লিপি
কলকাতা, বুধবার, ১৩ জুন ২০১৮
Kolkata•Wednesday•June 13, 2018
Arthik Lipi, Page 3

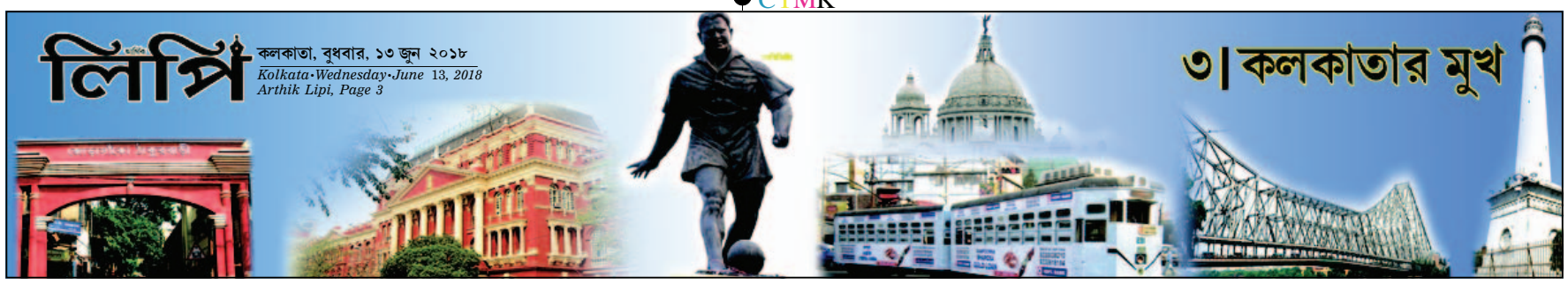

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহরের বিভিন্ন অংশ

ধীর গতিতে যান চলাচল, ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে জল জমল শহরের বিভিন্ন অংশে। মঙ্গলবার দুপুরে শহরের আকাশে অন্ধকার নেমে আসে। তারপরেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন অংশে জল জমে যায়। বৃষ্টির দাপটে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচলের গতি শ্লথও হয়ে যায়। সপ্তাহের কাজের দিনে প্রবল বৃষ্টিতে ভোগান্তি চরমে ওঠে। বিকেলে অফিস ফেরত যাত্রীরা সমস্যায় পড়ে। ডাফরিন রোডে আবার গাছ ভেঙে পড়ে। যদিও পরে তা সরিয়ে সেখানে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

এদিন সকাল থেকে দুপুরে গুমোট গরম ছিল। এরপর দুপুরের দিকে শহরে আকাশ কালো করে মেঘ ঘনিয়ে আসে। দুপুরেই যেন সন্ধের আঁধার। অন্ধকার এতটাই হয় যে স্ট্রিট লাইটও জ্বলে যায় দুপুরেই। শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত। বজ্যবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনজীবন। রাসবিহারীতে গাছ ভেঙে পড়ায় ব্যাহত হয় যান চলাচল। বৃষ্টির জেরে শিয়ালদহ মেন লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় বেশ কিছুক্ষণের জন্য। কলকাতার বেশ কিছু জায়গায় জল জমে যায়।

সোমবারই দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকেছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সোমবারও শহর ও শহরতলিতে বৃষ্টি হয়। তবে মঙ্গলবারের বৃষ্টির দাপট ছিল অনেক বেশি। দুপুরে শহরের আকাশ মেঘে ঢেকে যায়। মনে হয় যেন সন্ধে নেমে গেছে। বাইপাস মধ্য কলকাতার একাধিক জায়গায় দৃশ্যমানতা প্রায় শূন্যেতে পৌঁছে যায়। হেডলাইট, এমারজেন্সি লাইট জ্বালিয়ে ধীরগতিতে চলতে যানবাহন। এদিনের বৃষ্টিতে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, এম জি রোড, কাঁকুড়গাছি প্রভৃতি এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। জল জমে শরৎ বসু রোডেও। ঠাকুরপুকুর ও গল্ফগ্রিন জলমগ্ন হয়ে পড়ে বলে খবর পাওয়া যায়। বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রাও নেমে যায়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের।

ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলি
ধীরগতিতে যান চলাচল।

ছবি : শ্যামল মৈত্র
ভেঙে পড়া গাছ সরানোর ব্যস্ততা।

বর্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই, দাবি পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার: দক্ষিণবঙ্গে ঢুকেছে বর্ষা। আর তার মধ্যেই সোমবার ও মঙ্গলবারের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়েছে রাস্তাঘাট। জল জমার কারণে যানজটেরও সৃষ্টি হয়। তবে বর্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়ার আশাবাণী দেয় নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং। তিনি জানান,'পুরসভা প্রস্তুত। সব রকমভাবেই কাজ চালানো হচ্ছে'। তিনি আরও জানান,'প্রায় ১৫ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হলেও শহর কলকাতা সচল থাকবে। স্বাভাবিক থাকবে জনজীবন। শহরে ঘণ্টায় ৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেও রাস্তায় জল দাঁড়াবে না। তার থেকে সামান্য বেশি হলে জল দাঁড়াবে কিন্তু দ্রুত জল নেমে যাবে।' এদিন পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মানিকতলায়-২৬ মিলিমিটার, বেলঘরিয়া- ৭ মিলিমিটার, ধাপায়- ৫৭ মিলিমিটার, তপসিয়ায়- ২৫ মিলিমিটার, উল্টোডাঙায়-৪৭ মিলিমিটার, ঠনঠনিয়া-১৮ মিলিমিটার, বালিগঞ্জ- ৯৪ মিলিমিটার, মোমিনপুরে- ৮ মিলিমিটার, চেতলা লকগেটে- ৫৪ মিলিমিটার, কালীঘাটে- ৬ মিলিমিটার, গড়িয়া- ৩০ মিলিমিটার, দত্তবাগানে- ১৫ মিলিমিটার, বেহালা ফ্লাইয়িং ক্লাব- ৫৫ মিলিমিটার। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বালিগঞ্জে। শনিবার ৩৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয় উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া, সেন্ট্রাল এভিনিউতে। তাই জল নামতে নামতে একটু সময় নেয়। তবুও বিগত বছরের তুলনায় জল দ্রুত নেমেছে। এমনটাই জানিয়েছিলেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। মঙ্গলবার সন্ধ্যে পর্যন্ত খবর অনুযায়ী মেয়র পারিষদ জানান, 'শহরের প্রায় অনেক জায়গাতেই জল নেমে গেছে।' তাই শহরের বর্ষা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বলেই জানান তিনি। ২০১৭ থেকে ২০১৮ আর্থিক বছরে নিকাশি নালা থেকে ১ লাখ ৪৬ হাজার মেট্রিক টন পলি তোলা হয়েছে। যা রেকর্ড। এদিন গত একবছরে নিকাশি বিভাগের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন তারকবাবু। তিনি আরও বলেন, পুরসভার ৭৩টি পাম্পিং স্টেশনে সক্রিয় অবস্থায় আছে। ৪৪৩টি পাম্পের মধ্যে ৪২৮টি পাম্প সচল রয়েছে। সারাবছর দিন-রাত নিকাশি দফতরের কর্মী ও আধিকারিকরা কাজ করেছে। প্রতিটা মুহূর্তের কাজের খতিয়ান আমি নিয়েছি।'

নতুন বাকেট মেশিন ও সলিটিং মেশিন কেনা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার প্রয়োজনে টারমিনাল পয়েন্ট গুলিতে পাম্পের সংখ্যা বাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। বৃষ্টিতে উত্তর কলকাতার প্রায় চেনা ছবি উঠে আসে। জলজমার কারণে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে বৃষ্টি নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই, শহরবাসীকে এমনটাই আশ্বাস দেন তারকবাবু।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত কাঁকুড়গাছি

স্টাফ রিপোর্টার : মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে বার বার বার্তা দেওয়া হলেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ঠেকাতে ব্যর্থ তৃণমূল কংগ্রেস। এবার তালিকায় যুক্ত হল কাঁকুড়গাছি। সোমবার রাতে কাঁকুড়গাছি ঘোষ বাগান এলাকায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। একে কেন্দ্র করে পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার রাত ন'টা নাগাদ কাঁকুড়গাছি ঘোষবাগান এলাকার একটি পার্টি অফিসে বসেছিলেন সাধন পাণ্ডের অনুগামী বলে পরিচিত সৌরভ মিত্র, বুকাই সহ চার যুবক। অভিযোগ, তাদের উপর বেশ কয়েকজন যুবক হামলা চালায়। তাদের নেতৃত্বে ছিল পরেশ পালের অনুগামী বলে পরিচিত সুদীপ সাহা। সৌরভের অভিযোগ, সুদীপ ও তার দলবল পিস্তলের বাঁট দিয়ে মারধর করে তাদের। এমনকি গলায় ক্ষুরও টানতে উদ্যত হয় তারা। বাদ যায়নি পার্টি অফিসও। ভাঙচুর চালানো হয় সেখানে। এর আগেও অনেকবার উল্টোডাঙা থেকে কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ, সাধন পাণ্ডে এবং পরেশ পালের অনুগামীদের মধ্যে প্রায়ই গন্ডগোল লাগে। পুলিশের খাতা বলছে, এর আগে এই সংঘর্ষের জেরে বোমাবাজি, রক্তপাত পর্যন্ত ঘটেছে। সোমবার রাতে তেমনই এক গোষ্ঠী সংঘর্ষের অভিযোগ উঠল। ঘটনায় ফুলবাগান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সৌরভ। রাতে পুলিশ টহল দেয় এলাকায়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে সাধন পাণ্ডে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে পরেশ পাল বলেন, "এলাকাটি মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। সৌরভ সারাদিন সাধন পাণ্ডের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। ওদের টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিষয়ে গন্ডগোল লেগেই থাকে। আমি এসব বিষয়ে কিছু জানি না।" মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা সত্ত্বেও কোন্দল যে রোখা যাচ্ছে না তা কাঁকুড়গাছির ঘটনাতেই স্পষ্ট।

পঞ্চায়েতে জয়ী প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ভাবনা বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার: গ্রাম-বাংলার মানুষের জন্য যাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে আসা দলীয় জনপ্রতিনিধিরা ভালভাবে কাজ করতে পারেন সে কথা মাথায় রেখে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। ২০১৯ সালেই রয়েছে লোকসভার নির্বাচন। তার আগে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মন পেতে সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে দলীয় জয়ী প্রার্থীরা যাতে ঠিকভাবে নিজেদের কাজ করতে পারেন তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম ও কংগ্রেসকে অনেকটা পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। উত্তরবঙ্গের কিছু অংশে যেমন ভাল ফল করেছে তেমনই আবার দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকায় ভাল করেছে। বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মতো জায়গায় যথেষ্ট ভাল করতে দেখা গিয়েছে বিজেপিকে। সব মিলিয়ে ৬ হাজার ৮০০-র মতো আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। জয়ী প্রার্থীদের বেশিরভাগই নতুন

প্রার্থী। পঞ্চায়েতে কীভাবে কাজ হয় সে ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই। সেই কারণেই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। বিজেপি সূত্রে খবর, প্রথম পর্যায়ে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে জয়ী প্রার্থীদের। ধীরে ধীরে অন্যান্য জেলায় সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশাসনের কাজ কীভাবে চলবে সেই বিষয়টির কথা মাথায় রেখে যেমন এই প্রশিক্ষণ, তেমনই দল ছেড়ে জয়ী প্রার্থীরা যাতে অন্য দলে না ভেড়েন সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করাও এই প্রশিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য। প্রশিক্ষণ শিবিরে জয়ী প্রার্থীদের সেই ব্যাপারেই বোঝানো হবে। যে সমস্ত রাজ্যে বিজেপি এখনও ক্ষমতায় আসতে পারেনি সেখানে নজর রয়েছে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহর। তার মধ্যে অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন হবে। তার আগে রাজ্যে বিজেপিকে যতটা শক্তিশালী করা যায় সেদিকেই নজর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। আর দল তৃণমূলকে টক্কর দিতে কতটা তৈরি সেটা লোকসভার ভোটে জানা সম্ভব হবে বলে মনে করছে গেরুয়া শিবির। সেই কারণে, ২০১৯ সালের আগে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির উপরেই জোর দিচ্ছে বিজেপি।

লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পকে হাতিয়ার করে রাজ্যে গ্রামীণ এলাকার মানুষের মন পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই জোর প্রচারে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। অতিরিক্ত বিস্তারক নিয়োগ করে জেলায় জেলায় সেই কাজ শুরু করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে পঞ্চায়েতে জয়ী প্রার্থীদের সামনে রেখে গ্রাম-বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছতে তাদের উপযোগী করে তুলছে প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশেই পঞ্চায়েতে জয়ী প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব।

মাত্র দু'হাজার টাকার জন্য শম্ভুকে সাহায্য করেছিল নাবালক

স্টাফ রিপোর্টার : দাগি অপরাধীদেরও হার মানাচ্ছে শম্ভু কয়াল। কসবার বাসিন্দা শীলা চৌধুরি খুনের মামলায় তদন্তকারী গোয়েন্দারা বারবার বিভ্রান্ত হয়েছেন মূল অভিযুক্ত শম্ভুর বয়ানে। তদন্তকারী অফিসারের বক্তব্য, ''যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।'' শুধু শম্ভুই নয়, নিরুত্তাপ খুনের ঘটনায় শম্ভুর সহযোগী ১৭ বছরের কিশোরও। পুলিশি জেরায় বারবার উঠে আসছে নতুন নতুন তথ্য। শীলাদেবীর হত্যাকাণ্ডে এবার প্রকাশ্যে এল নাবালকের ভূমিকা। সূত্রের খবর অনুযায়ী, মাত্র ২০০০ হাজার জন্য শম্ভুকে খুনে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিল সে।

পুলিশি তদন্তে জানা গেছে, শনিবার দুপুরবেলায় শীলাদেবীকে খুনের সময় তাঁর পা চেপে ধরেছিল বছর সতেরোর কিশোর। শুধু তাই নয়, শম্ভু যখন ওই প্রৌঢ়ার মুখে ও কপালে বার দশেক ঘুষি মারে এবং রান্নাঘর থেকে লোহার কড়াই এনে তিনবার মাথা থেঁতলে দেয় তখনও ওই কিশোর শীলা দেবীর পা দুটো চেপে ধরে রেখেছিল। মাথা থেঁতলে যাওয়ার পর নেতিয়ে পড়া প্রৌঢ়াকে টানতে টানতে রান্নাঘরের কাছে নিয়ে যায় শম্ভু ও নাবালক। সেখানেই মৃত্যু নিশ্চিত করতে শীলা দেবীর মুখে চাদর চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যে চাদর দিয়ে শীলাদেবীর মুখ চাপা হয়েছিল সেই চাদর দিয়ে মেঝের ও কড়াইয়ের রক্ত মুছে ছিল শম্ভু। একটা চাদর দিয়ে খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে বলা হলে তার আচরণ দেখে মনে হয় যেন শীলাদেবীকেই দ্বিতীয়বার খুন করছে সে। এক পুলিশ কর্তার বক্তব্য অনুযায়ী জেরার সময় কপালে দু'এক ফোঁটা ঘাম ছাড়া তাড়িয়ে তাড়িয়ে টিভিতে দেখে। এমনকি পরের দিন রবিবার বিকেলে এলাকার মাঠে ঘুরতে দেখা যায় শম্ভুর সহযোগী ওই কিশোরকে। রবিবার ওই মাঠ থেকে তাকে পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা। জেরার সময় শম্ভুর মতো একইরকম ভাবলেশহীন চেহারায় দেখা যায় ১৭ বছরের কিশোরটিকেও। শুধু তাই নয়, জেরার সময় প্রথমে পুলিশের উপরই তড়পাতে শুরু করেছিল ওই কিশোর। বয়ান নিয়েও বারবার বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করেছিল তদন্তকারী অফিসারদের।

এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এক পুলিশ আধিকারিক জানান, শম্ভুদের দেখে তাদের দাগি অপরাধী সজল বারুইয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে দমদমে বাবা, সৎ মা, সৎ ভাইকে খুন করার পর সেখানেই বসে বন্ধুদের নিয়ে মিষ্টি ও মদ খায় সজল।

তারপর তদন্তের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বন্ধুদের দিয়ে নিজেকে বেঁধে ফেলে সে। পরে জেল থেকেও পালায় সে। কিন্তু নাম ভাঁড়িয়ে অপরাধ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল সজল।

কসবা হত্যাকাণ্ড

এরপর রক্তমাখা চাদরে আগুন

ধরিয়ে দিয়েছিল তারা।

লালবাজার সূত্রের খবর, জেরার সময় মূল অভিযুক্ত শম্ভুকে আর কোনও ফারাকই নজরে আসেনি। সদ্য তৃতীয় ডিভিশনে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা শম্ভু, এমন আচরণ দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছেন দুঁদে পুলিশ কর্তারা। তাদের মতে, দাগি খুনিদেরও এমন আচরণ করতে দেখা যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা জেরার মুখে ভেঙে পড়েন। নিজেদের করা খুনের জন্য অনুতাপও করেন। কিন্তু শম্ভু তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

শুধু শম্ভুই নয় বছর ১৭ কিশোরটির ব্যবহার দেখেও অবাক হয়ে গেছেন গোয়েন্দারা। শনিবার দুপুরে শীলাদেবীকে খুনের পর সন্ধ্যায় সেই খুনের খবর সে

রাস্তায় ধস

স্টাফ রিপোর্টার: ফের কলকাতার রাস্তায় ধস। ঢাকুরিয়া ব্রিজ থেকে যোধপুর পার্কে যাওয়ার রাস্তায় ধস নামে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। মঙ্গলবার সকালে রাস্তা মেরামতির কাজ চলে। একদিকের রাস্তা বন্ধ রেখেই রাস্তা সারাইয়ের কাজ চলে। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান রাস্তা বিভাগের মেয়র পারিষদ রতন দে। তিনি জানান,'রাস্তায় ধস নেমেছে। আমি নিজে এসে পরিস্থিতি দেখেছি। অন্যদিকে,দক্ষিণবঙ্গে ঢুকেছে বর্ষা। মাঝে মাঝেই নেমেছে বৃষ্টি। আর তার মধ্যেই ধস নামে। রাস্তায় মেরামতির কাজ চলাকালীন দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে যানজট তৈরি হয়।

হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার পার্টি। ছবি : শুভম জ্যোতি